বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া, আলোচনায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারা দুই দলই এখন বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষ দুই ওভারে দরকার ছিল ২২ রান। শাহিন শাহ আফ্রিদির করা ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে সীমানায় ম্যাথু ওয়েডের ক্যাচ ফেলে পাকিস্তানের চূড়ান্ত সর্বনাশ করলেন সেই হাসান। জীবন পেয়ে পরের তিন বলে টানা তিন ছক্কায় এক ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচ শেষ করে দিলেন ওয়েড। পাঁচ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয়ে পাকিস্তানের স্বপ্নযাত্রা থামিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিল অস্ট্রেলিয়া।

আর আগের সেমিফাইনালে টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ে শীর্ষ দল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে নিশ্চিত করে নিউজিল্যান্ড। আগামী রোববার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এবার ভাবনা আসতেই পারে – দুই মাস আগেই বাংলাদেশে এসে নাকানিচুবানি খাওয়া দুই দল এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট।

সেপ্টেম্বরে মিরপুর শেরেবাংলা গ্রাউন্ডে টাইগারদের বিপক্ষে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে গিয়েছিল দুই দল।বাংলাদেশে এসে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে ৪-১ ব্যবধানে হারে ম্যাথু ওয়েডের অস্ট্রেলিয়া। আর ৩-২ ব্যবধানে হারে নিউজিল্যান্ড।বিষয়টি নিয়ে নিজেদের ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়েছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো। বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের হারের হতাশার দৃশ্য একই ছবিতে দিয়ে পরিসংখ্যানটি তুলে ধরেছে জনপ্রিয় ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইটটি। ক্যাপশনে তারা লিখেছে – টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্টের সর্বশেষ সমাপ্তির সিরিজ। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই দলই হেরেছিল।বাংলাদেশ সফরে আসা অস্ট্রেলিয়ার সেই দলে অবশ্য ছিলেন না অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ আর ডেভিড ওয়ার্নার।তবে গতকালের ম্যাচের মিচেল স্টার্ক, জস হ্যাজেলউড, অ্যাডাম জাম্পা, মার্কাস স্টয়েনিজ- তারা সবাই ছিলেন।বাংলাদেশ সফরে পাঁচটি টি-টোয়েন্টিতে ম্যাথু ওয়েডের রান –

১৩, ৪, ১, ২, ২২। আর সেই ক্রিকেটার গতকাল শাহিন, শাদাব, হাসানদের বলে খেললেন ১৭ বলে অপরাজিত ৪১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস!

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলাদেশে বিপক্ষে পরাজয় কী দুই দলের শাপেবর হয়ে দেখা দিয়েছে? বাংলাদেশের কাছে পরাজয়কে কী তাহলে আশীর্বাদ হিসেবেই ধরে নেবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড দল!

সেমিফাইনালে রিজওয়ান-মালিকের খেলা নিয়ে শঙ্কা

দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন পাকিস্তানি ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শোয়েব মালিক। তাদের ওপর ভর করেই দল গ্রুপ পর্বের প্রতিটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাদের না পাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তারা উভয়েই মাঝারি মাত্রায় ফ্লুতে আক্রান্ত।

সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় পাকিস্তানের গণমাধ্যম জিও নিউজ। খবরে বলা হয়, মালিক ও রিজওয়ানের বদলে খেলতে পারেন সরফরাজ আহমেদ ও হায়দার আলী।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের মিডিয়া ব্যবস্থাপক ইব্রাহিম বাদিস বলেন, শোয়েব মালিক ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের কোভিড টেস্ট করা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কিন্তু চিকিৎসক তাদের বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে এ দুই খেলোয়াড় মেডিকেল চেকআপ করতে যাবেন বলে জানা গেছে। এদিকে মালিক ও রিজওয়ান বুধবার অনুশীলনে ছিলেন না।

দুবাইয়ে রাত ৮টায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবে পাকিস্তান। এখন পর্যন্ত পাকিস্তান কোনো ম্যাচ হারেনি।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও পাকিস্তানের পূর্বের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। এখন পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত এ সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান জিতেছে ১৩ ম্যাচ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৯টি।

যে কারণে ইংল্যান্ডকে নিয়ে চিন্তিত উইলিয়ামসন

২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে জোড়া টাই-নাটকের পর বেশি বাউন্ডারি মারার অদ্ভুত নিয়মে নিউজিল্যান্ডের স্বপ্ন ভেঙে শিরোপা উৎসব করেছিল ইংল্যান্ড।

দুই বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আবারও মুখোমুখি সেই ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড।

কিউইদের মধ্যে পুরোনো হিসাব চুকানোর তাড়না থাকলেও আবুধাবিতে মঙ্গলবার ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে প্রতিশোধ শব্দটি মুখেই আনেননি নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। উল্টো তিনি জানালেন ইংল্যান্ডকে নিয়ে তার দল বরং চিন্তিত। এর কারণও রয়েছে যথেষ্ট। মরগানের দলের প্রায় সবাই রয়েছেন ফর্মে। এমন পরিস্থিতিতে এ দলকে নিয়ে যে কেউ চিন্তায় থাকবে এটিই তো স্বাভাবিক বিষয়।

যদিও চোটের কারণে জেসন রয় ও টাইমাল মিলস ছিটকে গেছেন ইংল্যান্ড দল থেকে।

কিন্তু তা নিয়ে খুব একটা ভাবছেন না নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। কেননা, এ দুজন না থাকলে ইংল্যান্ডের শক্তি যে কমবে তা কিন্তু নয়।

নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন, ইনজুরি কখনোই কাম্য নয়। ইংল্যান্ডের জন্য ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও তাদের শক্তির জায়গা হলো দলের গভীরতা। দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক প্রতিভা উপহার দিয়ে যাচ্ছে তারা। সব পজিশনেই তাদের ভালো বিকল্প আছে। ইংল্যান্ড খুবই শক্তিশালী দল, যারা দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে। দলটির প্রায় সবাই ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড়। ব্যাটিং লাইনআপ অনেক দীর্ঘ।

ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের সামনে নিজের দলের বোলিং

সম্পর্কে বলতে গিয়ে উইলিয়ামসন বলেন, সব সংস্করণেই দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে খেলছে বোল্ট ও সাউদি। তাদের অভিজ্ঞতা নিউজিল্যান্ড দলের জন্য অমূল্য। জুটি বেঁধে অসাধারণ বোলিং করে যাচ্ছে তারা। সামনে থেকে আমাদের বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভিন্ন কন্ডিশনেও খুব ভালোভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে তারা। দলের অন্যতম স্তম্ভ এ দুজন।

২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের স্মৃতি নিয়ে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন, অসাধারণ এক ম্যাচ ছিল সেটি। শেষটা যেমনই হোক, অভিজ্ঞতাটা কখনো ভোলার নয়। সেবার যেভাবে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেটি কারও বোধগম্য নয়। কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। আমরা সেটি পেছনে ফেলে পরের চ্যালেঞ্জের দিকে তাকিয়ে। এটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভিন্ন ম্যাচ, ভিন্ন চ্যালেঞ্জ। অতীত ভুলে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে।

সেরা চার দলই শেষ চারে

মাঠের লড়াই শুরুর আগে এবারের টি ২০ বিশ্বকাপে প্রায় সব ক্রিকেটবোদ্ধার ফেভারিটের তালিকায় ছিল তিনটি নাম-ভারত, ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি হট ফেভারিট ভারত ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন উইন্ডিজ। তবে সুপার টুয়েলভ থেকে ভারতের বিদায় ও উইন্ডিজের ভরাডুরি অপ্রত্যাশিত হলেও অঘটন নয়।

পারফরম্যান্সের মানদণ্ডে টুর্নামেন্টের সেরা চার দলই উঠেছে শেষ চারে। সুপার টুয়েলভের ম্যারাথন লড়াই শেষে বিশ্বকাপ এখন চার দল ও তিন ম্যাচের টুর্নামেন্ট। আগামীকাল আবুধাবিতে প্রথম সেমিফাইনালে দেখা হচ্ছে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের। পরদিন দুবাইয়ে দ্বিতীয় সেমিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া। ১৪ নভেম্বর দুবাইয়ে ফাইনাল।

সেমিফাইানলের আগে চার দলের ফর্মের বিশ্লেষণ বলছে, পাকিস্তানই সবচেয়ে এগিয়ে। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের একমাত্র অপরাজিত দল তারা। সুপার টুয়েলভে পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিই জিতেছে বাবর আজমের দল।

বাকি তিন দল পাঁচ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে চারটি করে। টি ২০ র্যাংকিংয়ে ইংল্যান্ড এখন শীর্ষে, দুইয়ে পাকিস্তান। পারফরম্যান্সেও তার নিখুঁত প্রতিফলন। এ দুটি দলই হয়েছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। বাকি দুই সেমিফাইনালিস্টও পিছিয়ে নেই।

র্যাংকিংয়ের তৃতীয় দল ভারতকে টেক্কা দিয়েছে চারে থাকা নিউজিল্যান্ড। পাঁচে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেট রানরেটে পেছনে ফেলে সেমির টিকিট কেটেছে ছয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া। দুই গ্রুপে তৃতীয় হয়েছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অর্থাৎ, র্যাংকিংয়ের শীর্ষ ছয় দলের মধ্যেই মূল লড়াইটা সীমাবদ্ধ ছিল।

শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাই নিজেদের দুর্ভাগা ভাবতে পারে। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো চার ম্যাচ জিতেও রানরেটের হিসাবে বাদ পড়েছে তারা। তবে মনে রাখতে হবে, মুখোমুখি লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাঁচ উইকেটে হেরেছিল প্রোটিয়ারা। এছাড়া শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ রানে জেতার আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তাদের বিদায়।

ভারতকে কোনোভাবেই দুর্ভাগা বলা যাবে না। তারা বিদায় নিয়েছে নিজেদের হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণে। প্রথম দুই ম্যাচে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের কাছে শোচনীয় হারের পর ছোট দলগুলোর বিপক্ষে দাদাগিরি দেখালেও তাতে শুরুর ক্ষতি পোষানো সম্ভব হয়নি। কাল নামিবিয়ার বিপক্ষে অর্থহীন ম্যাচ দিয়ে হতাশার বিশ্বকাপ শেষ করেছে বিরাট কোহলির ভারত। অধিনায়ক হিসাবে ভারতকে কোনো শিরোপা জেতাতে না পারার আক্ষেপ নিয়ে টি ২০-র নেতৃত্ব ছাড়লেন কোহলি।

কেন এই ব্যর্থতা? ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব ব্যাটিং-বোলিং নিয়ে কাটাছেঁড়া না করে জাতীয় দলের প্রতি ক্রিকেটারদের আত্মনিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আইপিএলেই ভারতের সর্বনাশ দেখছেন কপিল, ‘দেশের হয়ে খেলার চেয়ে ক্রিকেটাররা যখন আইপিএলকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন আর কীইবা বলার থাকে।

আমি মনে করি সবার আগে দেশ। দেশের হয়ে খেলতে পেরে তাদের গর্বিত হওয়া উচিত… বোর্ডকেও এর দায় নিতে হবে এবং আরও ভালো পরিকল্পনা করতে হবে। এবার যেসব ভুল করেছি আমরা, তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় এটাই হবে আমাদের জন্য বড় শিক্ষা।’

চাহাল না থাকায় ভারতের সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়

এবারের বিশ্বকাপে শূন্য হাতে ফিরেছে ভারত। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারার পর মনোবলে যে চিড় ধরেছে তা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি কোহলিরা। যার ফলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও বাজেভাবে হেরে যায় কপিল দেবের উত্তরসূরীরা। এরপর ছোটদলগুলোর সঙ্গে বড় ব্যবধানে জিতলেও কোনো লাভ হয়নি ভারতের।

অথচ এবারের ভারতীয় দল হট ফেভারিট হিসেবেই খেলতে গিয়েছিল।

ভারতের এই বিপর্যয়ের জন্য ৫টি বিষয়টি দায়ী করেছেন দেশটির জাতীয় ক্রিকেটার ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। এ নিয়ে তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশেষ নিবন্ধ লিখেছেন।

২০০৮ সালে ভারতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল মনোজ তিওয়ারির। ২০১৫ সালে তিনি অবসর নেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১০৪ রানে অপরাজিত ইনিংস এখনও ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে ঝলঝল করছে।

নিবন্ধে তিনি লেখেন, ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু কারণ খুঁজে পেলাম। তার মধ্যে পাঁচটি মূল কারণ বেছে নেওয়া হল।

নির্বাচনেই গলদ: নির্বাচক প্রধান চেতন শর্মা দল ঘোষণা করার দিনই বলে দিয়েছিলেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে যুজ়বেন্দ্র চহালের চেয়ে রাহুল চাহার বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। কারণ, গতির উপরে চাহার বল ঘোরাতে পারে। অথচ আইপিএল যতই এগোলো, দেখা গেল মরুশহরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে একের পর এক ম্যাচ জেতাচ্ছে চহাল। পিচ থেকে ওর মতো সাহায্য কেউই পাচ্ছে না। অন্য দিকে বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই ছন্দপতন ঘটে চাহারের। প্রথম একাদশে নেওয়া না হলে, ওকে নিয়ে যাওয়া হল কেন? আর অশ্বিনের নির্বাচনও অবাক করেছে। আইপিএলেও ও সেরা ছন্দে ছিল না। কোন যুক্তিতে হঠাৎ বিশ্বকাপ দলে প্রবেশ করল, বুঝলাম না।

ধওয়ন কেন বাদ: আইপিএলে ১৬ ম্যাচে ৫৮৭ রান করেছে শিখর ধওয়ন। আইসিসি প্রতিযোগিতায় অন্যতম সফল ওপেনার। দল নির্বাচনের পরেও আইপিএলে একের পর এক ম্যাচে রান করে গিয়েছে। নির্বাচকেরা বললেন, ধওয়নকে বিশ্বকাপে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এই কথার কোনও অর্থ খুঁজে পাইনি। বিশ্বকাপের জন্যই ক্রিকেটারেরা তৈরি হয়। সেখানেই বিশ্রাম? কে এল রাহুলের টেকনিক এতটাই মজবুত যে, মাঝের দিকে ওকে নামালেও রান করে দিতে পারত। রোহিত-ধওয়ন জুটির উপরে আরও এক বার ভরসা কি রাখা যেত না?

অলরাউন্ডারের অভাব: টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ জেতার নেপথ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান থাকে অলরাউন্ডারদের। নিউজিল্যান্ড যেমন পেয়েছে জিমি নিশামকে। তেমনই ইংল্যান্ড দলে রয়েছে লিয়াম লিভিংস্টোন। পাকিস্তানে মোহাম্মদ হাফিজ়। অথচ আমাদের দলে রবীন্দ্র জাদেজা থাকা সত্ত্বেও ওকে এতটা পিছনের দিকে কেন নামানো হয়? জাদেজা কিন্তু ইনিংস সাজাতে পারে। কেন চার নম্বরে নামিয়ে ওকে দেখা হবে না? আইপিএলেই দেখা গিয়েছে হার্দিক পাণ্ড্য ছন্দে নেই। বলও করতে পারছে না। তবুও ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ওর কোনও পরিবর্ত খোঁজা হল না!

হার্দিক নিজেও জানাতে পারত আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ও তৈরি নয়। শট মারার সময় কোমর ঘুরছে না। শটে জোর নেই। আইপিএলেও দুবাই, আবু ধাবির মাঠের সীমানা পার করতে পারছে না। আইপিএলকেই যখন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মঞ্চ হিসেবে দেখা হচ্ছে, তখন সেই প্রতিযোগিতায় ছন্দে থাকা ক্রিকেটারদের ওপর আরও বেশি ভরসা রাখা উচিত। যেমন বেঙ্কটেশ আয়ার, শিবম দুবে, ব্যাট ও বল হাতে হার্দিকের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারত।

পাক-হারের ধাক্কা: প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা ছিল সাংঘাতিক। এই ম্যাচকে ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে বাঁধভাঙা উত্তেজনা তৈরি হয়। যার প্রভাব ড্রেসিংরুমে পৌঁছে যেতে বাধ্য। ২০১৯ বিশ্বকাপে দেখা গিয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে হেরে প্রতিযোগিতায় ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পাকিস্তান। এ বার বিরাট-বাহিনীর সঙ্গে সেই অঘটন ঘটল। তবুও ভারতীয় অধিনায়কের জন্যই শুরুর দিকের বিপর্যয় কাটিয়ে দেড়শো রানের গণ্ডি পেরিয়েছিলাম। কিন্তু দুবাইয়ের পিচে কোথায় বল ফেলে পাক ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করা যায়, তার উত্তর ছিল না আমাদের বোলারদের কাছে। এ ধরনের ম্যাচেই প্রয়োজন একজন রিস্টস্পিনারের। যে উইকেট তুলে ম্যাচের রং পাল্টে দিতে পারবে। চাহাল না থাকায় সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। পাক

ম্যাচের রেশ কাটার আগেই ভারতের সামনে পড়ে নিউজিল্যান্ড। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণই ছিল না আমাদের।

বিশ্রামের অভাব: বিরাট কোহালি, রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাডেজা, আর অশ্বিনেরা জুন থেকে দেশের বাইরে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পরেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ় ছিল। জৈব সুরক্ষা বলয় থেকে বেরোনোর সুযোগ পায়নি। জো রুটদের বিরুদ্ধে সিরিজ় শেষে আইপিএলের জৈব বলয়ে প্রবেশ করল। তার পরেই বিশ্বকাপ। বলয়ের মধ্যে টানা থাকতে থাকতে মস্তিষ্ক ঠিক মতো কাজ করা বন্ধ করে দেয়। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে এত গলদ ধরতে পারলে এই দিন দেখতে হত না।

ইংল্যান্ডকে হারিয়েও লাভ হলো না দক্ষিণ আফ্রিকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নেমেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ইংল্যান্ডকেও হারাল তারা।

কিন্তু লাভ হলো না তাতে। হাসি ফুটল অ্যারন ফিঞ্চদের মুখে। দিনের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল অসিরা।

আজ প্রথমে ব্যাট করে ১৮৯ রান করার পর দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে দারুণ একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার। তবে সে জন্য প্রয়োজন ছিল অন্তত ১৩০ রানের মধ্যে ইংল্যান্ডকে আটকে রাখতে হবে।

কিন্তু ইয়ন মরগানরা গিয়ে থামল ১৭৯ রানে। মাত্র ১০ রানের জয়ে কাজের কাজ হলো না প্রোটিয়াদের। বিদায় জানাতেই হলো বিশ্বকাপকে।

শনিবার রাতে টসে জিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ইয়ন মরগান ফিল্ডিং

নেওয়ায় কিছুটা সুবিধা পেয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। বড় রান তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে সফলও হয় তারা। ১৫ রানের মাথায় রিজা হেনড্রিক্সকে হারালেও কুইন্টন ডি’কক এবং রাসি ভ্যান ডার ডুসেনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে বড় সংগ্রহের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে প্রোটিয়ারা।

২৭ বলে ৩৪ করে ডি’কক সাজঘরে ফিরলে ডুসেনকে যোগ্য সঙ্গ দেন এইডেন মার্করাম। বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন মার্করাম। ইংলিশ বোলারদের তুলোধোনা করে মাত্র ২৪ বলেই অর্ধশতরান করেন তিনি, যা কেএল রাহুলের পরে এবারের বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দ্রুততম।

এ সময় জ্বলে উঠে ডুসেনের ব্যাট। ৬০ বলে ৯৪ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেন। যেখানে ৫টি চার এবং ৬টি ছক্কার মার ছিল। ২৫ বলে ৫২ করে অপরাজিত থাকেন মার্করাম।

এ দুই ব্যাটারের দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ১৮৯ রানে বড় সংগ্রহ তুলে দক্ষিণ আফ্রিকা।

১৯০ রানের বড় সংগ্রহ তাড়ায় ভালো শুরু করে ইংল্যান্ড। তবে ব্যক্তিগত ২০ রানের মাথায় রান চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন জেসন রয়। তিনে নেমে মঈন আলি ২৭ বলে ৩৭ রান করে সাজঘরে ফেরেন। গত দুই ম্যাচের দুর্দান্ত পারফরমার জস বাটলার ২৬ রানের বেশি করতে পারেননি আজ।

লিয়াম লিভিংস্টোন প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদার এক ওভারে পরপর তিনটি ছক্কা মারেন। ২৮ রানে আউট হন তিনি। অন্যদিকে দাভিদ মালান ৩৩ করে ফেরেন।

লিভিংস্টোনের ওই দ্বিতীয় ছক্কায় দক্ষিণ আফ্রিকার সব আশা শেষ হয়ে যায়। ১৩০ পেরিয়ে যায় ইংল্যান্ডের রান।

তবে সুপার টুয়েলভে অপরাজিত থাকতে পারেনি ইংল্যান্ড। রাবাদা নিজের শেষ ওভারে জ্বলে উঠেন। প্রথম তিন বলে ফিরিয়ে দেন ক্রিস ওকস, মর্গ্যান এবং ক্রিস জর্ডানকে। তার বোলিংয়ের কারণেই প্রয়োজনীয় রান তুলতে পারেনি ইংলিশরা। ১০ রানে হেরে যায় প্রোটিয়াদের কাছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এই দলের বিপক্ষেও রান রেট বাড়িয়ে জয়ের কাজটি সাড়বে ভারত। কিন্তু এরপরও তাদের পয়েন্ট হবে ৬।

তাই তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান ম্যাচের দিকে। এই ম্যাচে নিউজিল্যান্ড জিতে গেলে নেট রান রেটের হিসাব কষা-কষির বালাই নাই ভারতের। সোজা বিদায় নিতে হবে বিশ্বকাপ থেকে। নিউজিল্যান্ড উঠে যাবে সেমিফাইনালে।

কিন্তু আফগানিস্তান জিতে গেলে হিসাবটা জটিল হয়ে যাবে। কারণ তখন নিউজিল্যান্ড, ভারত এবং আফগানিস্তান- তিন দলেরই পয়েন্ট হবে সমান ৬ করে। সে ক্ষেত্রে রানরেটে এগিয়ে থাকা দলেরই পাকিস্তানের সঙ্গী হয়ে সেমিতে উঠবে। আর এই ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ভারত এগিয়ে। কারণ আফগানদের রানরেট ভারতের চেয়ে কম, ১.৪৮১। শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে জিততে হবে কিউইদের বিপক্ষে।

দলের সঙ্গে দেশে ফিরছেন না ৪ ক্রিকেটারসহ কোচিং স্টাফরা

বিশ্বকাপ চলছে, এখনও সুপার টুয়েলভের যুদ্ধই শেষ হয়নি। কিন্তু সবার আগেই বিশ্বকাপ মিশনকে ‘বাই বাই’ করে দিল বাংলাদেশ দল।

সুপার টুয়েলভের সবকটা ম্যাচে হেরে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ হয়েই চলেছেন টাইগাররা। স্বপ্ন বুনতে বুনতে বিশ্বকাপ রীতিমতো দুঃস্বপ্নে রূপ নিয়েছে মুশফিক-মাহমুদউল্লাহদের।

বিশ্বকাপের বিদায় ঘণ্টা গলায় পড়ে মাহমুদউল্লাহ বাহিনীর এখন অপেক্ষা দেশে ফেরার। আজ (শুক্রবার) সকালেই বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। তবে একসঙ্গে সবাই আসবেন না।

সেখানে কয়েক দিনের জন্য থেকে যাবেন অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস ও তাসকিন আহমেদ।

শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ দল দুটো ফ্লাইটে বিভক্ত হয়ে পৌঁছবে ঢাকায়। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টা, আর বিকাল সাড়ে ৪টার দুই

ফ্লাইটে দুবাই ছাড়বে দল।

এ দুটি ফ্লাইটের একটিতেও থাকবেন না এই চার তারকা। তারা সবাই যাচ্ছেন ছুটিতে। সবাই বাংলাদেশে ফিরবেন আগামী ১১ নভেম্বর।

দেশে ফিরেই বায়ো বাবলে প্রবেশ করবেন। প্রস্তুতি নেবেন পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের। আগামী ১৯, ২০ ও ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টিম্যাচগুলো।

এদিকে জানা গেছে, মাহমুদউল্লাহ-মুশফিকদের সঙ্গে আজ দেশে ফিরছেন না রাসেল ডমিঙ্গোসহ কোচিং স্টাফরাও। তারাও ছুটি কাটিয়ে একই সঙ্গে ১১ নভেম্বর ফিরবেন।

‘মান রক্ষার’ ম্যাচেও ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ‘শেষ ভালোর আশায়’ ব্যাটিংয়ে নেমে চরম ব্যর্থ বাংলাদেশ দল। ‘মান রক্ষার’ ম্যাচে ১৫ ওভারে ৭৩ রানে অলআউট টাইগাররা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চলমান সপ্তম আসরে চরম ব্যর্থ বাংলাদেশ দল। বিশ্বকাপের মূলপর্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৪ রানে ৩ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। আর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩৪ রানে ৫ উইকেট হারায় টাইগাররা।

বৃহস্পতিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করতে নেমেও বিপদে বাংলাদেশ দল। সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে টাইগাররা।

প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ৩৪ রানে ৫ উইকেট হারানো দলটি অসিদের বিপক্ষে ৬.১ ওভারে ৩৩ রানে বাংলাদেশ হারায় ৫ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতনের কারণে ১৫ ওভারে ৭৩ রানেই অলআউট হয় বাংলাদেশ।

মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউডের গতির পর বাংলাদেশ শিবিরে আঘাত হানেন স্পিনার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও অ্যাডাম জাম্পা। স্টার্কের গতির শিকার হন ওপেনার লিটন দাস ও অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

হ্যাজলউডের গতির শিকার হন ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ ও তিন নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নামা সৌম্য সরকার। অফ স্পিনার ম্যাকওয়েলের বলে এলবিডব্লিউ হন সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম।

শেষ দিকে ব্যাটিংয়ে নামা পাঁচ ব্যাটসম্যান আফিফ হোসেন, শামিম হোসেন, মেহেদি হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান ও শরিফুলকে আউট করেন লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা।

নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতনের কারণে ১৫ ওভারে ৭৩ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ দল।

প্রথম ওভারেই সাজঘরে ফেরেন লিটন দাস। ইনিংসের তৃতীয় বলেই মিচেল স্টার্কের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি। দলীয় ১ রানে ফেরেন এ ওপেনার।

এরপর দ্বিতীয় ওভারে জশ হ্যাজলউডের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন সৌম্য সরকার। ৮ বলে ৫ রান করে ফেরেন তিনি।

২.৫ ওভারে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের স্পিনে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকু রহিম। ২ বলে ১ রানে আউট হন মুশফিক।

দলীয় ৩২ রানে হ্যাজলউডের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ। অ্যাডাম জাম্পার লেগ স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে ফেরেন আফিফ হোসেন।

৩৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়া দলকে খেলায় ফেরানোর চেষ্টা করেন অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ষষ্ঠ উইকেটে রিয়াদের সঙ্গে ২৮ বলে ২৯ রানের জুটি গড়ে ফেরেন শামিম হোসেন। তার বিদায়ে ১০.৫ ওভারে ৬২ রানে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

১৮ বলে এক চার ও এক ছক্কায় ১৯ রান করে আউট হন শামিম। আট নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নেমেই এলবিডব্লিউ হন মেহেদি হাসান। পর পরা দুই বলে শামিম ও মেহেদিকে আউট করেন অ্যাডাম জাম্পা।

১২.২ ওভারে দলীয় ৬৫ রানে মিচেল স্টার্কের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে

অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ১৮ বলে দুটি বাউন্ডারিতে ১৯ রান করেন তিনি।

অ্যাডাম জাম্পার বলে বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন মোস্তাফিজ। তিনি আউট হন ৯ বলে ৪ রান করে। শরিফুলকে রানের খাতা খোলার সুযোগ দেননি জাম্পা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলাদেশ: ১৫ ওভারে ৭৩/১০ রান (শামিম হোসেন ১৯, নাঈম শেখ ১৭, মাহমুদউল্লাহ ১৬; অ্যাডাম জাম্পা ৫/১৯, জশ হ্যাজলউড ২/৮, মিচেল স্টার্ক ২/২১)।

রবি শাস্ত্রীর যুগ শেষ, ভারতের নতুন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়

রবি শাস্ত্রীর যুগ শেষ হলো। ভারত দলের হেড কোচ হয়েছেন ‘দ্য পিলার’খ্যাত রাহুল দ্রাবিড়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর নিউজিল্যান্ড সিরিজ দিয়েই কোহলিদের গুরু হতে চলেছেন দ্রাবিড়।

এদিকে হেড কোচ হিসেবে দ্রাবিড়কে স্বাগত জানিয়েছেন তার সাবেক সতীর্থ ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী।

সৌরভ গাঙ্গুলী বলেছেন, ‘দ্রাবিড়ের ক্যারিয়ার সত্যিই দুর্দান্ত। সে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। কোচ হিসেবেও দুর্দান্ত সে। সে অনেক তরুণ ক্রিকেটারকে ভালোভাবে গড়ে তুলেছে এবং তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে। তার অধীনে ভারতীয় দল অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছাবে।’

এদিকে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোংয়ের কোচ হয়ে উচ্ছ্বসিত দ্রাবিড়ও। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘ভারত দলের কোচ! এর চেয়ে

বড় সম্মান আর কী হতে পারে! শাস্ত্রির অধীনে দল খুব ভালো খেলেছে এবং আমি এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।’

২০১৬ ও ২০১৮— দুই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। তার অধীনে ২০১৮-তে ঠিকই চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতীয় যুবারা।